দৈনিক বাংলা

178

তারিখ ৩০/৫/৮০
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে "১৯৮০ সালের নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন" শিরনামা সম্বলিত একটি আইন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিগত অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই আইনটি গত ৯ই এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আইনটির বাংলা ভাষ্য নিম্নরূপঃ

"১৯৮০ সনের ১২ নং আইন

প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন"

যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা—এই আইন, ১৯৮০ সালের নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—এই আইনে, বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে,—

(ক) 'বোর্ড' অর্থ ১৯৫৪ সালের পাঠ্য পুস্তক আইন (১৯৫৪ সালের ইপি ১৪ নং আইন) অনুযায়ী স্থাপিত বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড;

(খ) 'নোট বই' অর্থ কোন টেক্সট বইয়ের যে কোন অংশের নোট, টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, উল্লেখ অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান অথবা উহার যে কোন অংশের অনুবাদ বা ভাষান্তরে প্রকাশ সম্বলিত যে কোন পুস্তক, তবে বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত অনুরূপ কোন পুস্তক ইহার আওতাভুক্ত হইবে না;

(গ) 'টেক্সট বই' অর্থ বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক।

৩। নোট বই মুদ্রণ ইত্যাদি নিষেধ।—(১) কোন ব্যক্তি নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিক্রয়, বিতরণ অথবা কোন প্রকারে উহার প্রচার করিতে বা মুদ্রণ, প্রকাশনা বিক্রয়, বিতরণ কিংবা প্রচারের উদ্দেশ্যে রাখিতে পারিবেন না;

(২) (১) উপ-ধারার কোন কিছু কোন শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণী কক্ষে সেই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে নির্দেশিত বা লিখিতভাবে প্রদত্ত কোন নোট, মন্তব্য বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন নোট, মন্তব্য বা ব্যাখ্যা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে বা অন্য প্রকারে পুনঃপ্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না।

৪। দন্ড।—(১) যিনি ৩ ধারার কোন বিধান লংঘন করিবেন তিনি এইরূপ সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) ৩ ধারার কোন বিধান লংঘনের বিচারে নিয়োজিত আদালত যে নোট বইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান লংঘিত হইয়াছে সেই নোট বইয়ের প্রতিটি কপি সরকারের নিকট বাজেয়াফতির আদেশ দিবেন এবং যে মুদ্রণালয়ে উহা মুদ্রিত হইয়াছে সেই মুদ্রণালয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াফতির নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে ৩ ধারার কোন বিধান কোন ফার্ম, কোম্পানী অথবা কোন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লংঘিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম, কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সম্পাদক বা অন্য কোন কর্মকর্তা যিনি উহার কার্য পরিচালনার সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত, তিনি যদি প্রমাণ না করেন যে, উক্ত বিধান লংঘন সম্পর্কে তাহার কিছু জানা ছিল না বা উহার লংঘন প্রতিরোধের জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তবে তিনি উক্ত বিধান লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। বিধি-প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেট-এ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

ডিএফপি—৪১০৪(৫)২৮-৫ | স্বাঃ—মোঃ নূরুল ইসলাম
জি—২০০৩ | সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা।